BIDHABABUNGANGANA,

BY

HURRISH CHANDRA MITTER

বিধবাবঙ্গাঙ্গনা।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

DACCA

THE SHOOLOV PRESS

EMAMGUNGE

1863.

হইয়াছে। সুধীবর পাঠকবর্গ মিত্রাক্ষর, যতি প্রভৃতি কবিতার বিশেষ দৃষ্টব্য চিহ্ন সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠকরিলে নূতনছন্দ-নিবন্ধন রসনার কোন অসুখ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সেইরূপ কবিতাপাঠ শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে কেমন লাগিবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার আত্মীয়বন্ধু শ্রীযুক্তবাবু দীনবন্ধু রায় মহাশয় এতৎ কাব্য প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন।

ঢাকা — বাবুর বাজার }
৩০ বৈশাখ ১২৭০ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-

সাগর বন্দনীয় বরেষু।

শ্রী

আর্য্য!

আমি অতীব সংশয়িতচিত্তে এই অতি শোচনীয় দশাগ্রস্তা, বিধবাবঙ্গাঙ্গনাকে আপনার স্নেহপূর্ণকটাক্ষতলে নিক্ষেপ করিলাম। এই হতভাগিনী যে আত্মদুঃখসমূহ বিজ্ঞাপন করিয়া আপনার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবে; আমি ঈদৃশী প্রত্যাশা করি না। কিন্তু বঙ্গদেশীয় বিধবাঅঙ্গনাগণের প্রতি যে আপনার নৈসর্গিক স্নেহ আছে, তাহাতেই ভরসা হইতেছে, এই দুর্ভাগিনী এককালে উপেক্ষিত না হইতে পারে।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্রস্য।

সূচিপত্র।

বিধবা-বঙ্গাঙ্গনা।

বন্দনাচরণ।

অয়ি অয় অমরনন্দিনি !
অমরতা দাত্রী, মরে, কবি কুলেশ্বরি !
ডাকে তোমা চিরদাস, পূর তার অভিলাষ,
দয়াময়ি ! দয়া-সিন্ধু-বিন্দু দান করি,
সুতের ভরসা স্নেহ-রূপিণী-জননী।

কৃপাময়ি ! তোমার কৃপায়,
নশ্বর-জীবন ধরি, কত শত জন,
সংস্থাপিয়া কবি-কীর্ত্তি, উজ্জ্বলি বিপুলাপৃথ্বী,
বিনামৃত, অমরতা করিলা অর্জ্জন।
সে কীর্ত্তি, সে অমরতা, এদাস না চায়।

কেমনে বাঞ্ছিবে তাহা

যদি বাঞ্ছে, তবে তার দুরাশা কেবল ;
নির্দয়-হৃদয় ক্রুর, সুচির-পাপাত্মাসুর,
সুধারস, যাহে ফলে অমরতা ফল।
অজ্ঞের উচিত নহে কবি-কীর্ত্তি চাহা।

তবে যে, মা, তব কাছে
যাচিতেও, প্রস্তুত, শুদ্ধ এই ভরসায়,
সুসন্তান কুসন্তান, জননীর সমজ্ঞান,
মাতৃ-স্নেহ-ধন-অংশ সবে সম পায়।
আমার প্রার্থিতে তবে কি আশঙ্কা আছে ?

দয়া-ধন-অংশ দেহ,
লভি, তাহা, লভি, চির-বাঞ্ছিত সুফল,
দুঃখসিন্ধু-নিমগনা-বিধবা-বঙ্গ-অঙ্গনা—
বর্ণি, তাহাদের চির-আকাঙ্ক্ষা সকল,
প্রকাশ মা, এসময়ে সুতে, মাতৃ-স্নেহ।

কোথা গো কল্পনে !

ত্রিলোকের প্রতিকৃতি সুচিত্রকারিণী

মুহূর্ত্তে ! এ দাসে দয়া করি, পদ্মে পদ্মালয়া

উপবেশে যথা, তথা উপদেশ, মনে।

কবিত্ব-শকতি-দলি প্রভা উদ্দীপনে

তুমি রবি-দ্যুতি-স্বরূপিণী।

তিলেক তিষ্ঠহ,

বহুরূপা ! সঞ্চারিণী করিয়া তোমায়,

দুঃখ-সিন্ধু-নিমগনা-বিধবাবঙ্গ-অঙ্গনা,

বর্ণি, তাহাদের চিরযাতনা-দুঃসহ।

তব অলৌকিক গুণে, রুকনরমেতে

আর্দ্রিতে পাঠকে, আশা, চায়

হে মন ভুবন-ভ্রমণ-শীল—

চঞ্চল ! ক্ষণেক ধীরতা ধর,

চির-দুখ-সিন্ধু-নীর-নিমগনা—

যতেক বঙ্গীয়-বিধবা-অঙ্গনা,

তাঁদের সুখ যাবত সর্ব্বদা
করি, তত্তক্ষণ সাহায্য কর।

অনেক সময় তুমি, হে মন!
রচনা-কার্য্যেতে হলে সহায়,
চঞ্চল-স্বভাব দূরে পরিহরি,
লয়ে স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি সহচরী,
এবার সেরূপ সহায়তা করি,
কৃতার্থতা দান দেহ আমায়।

ভাব-রত্ন যত পেয়ে যে খানে,
তব কাছে মম গচ্ছিত সে সব,
দেহ আজি মোরে সে সব রতন,
সাজাই এ কাব্যে মনের মতন,
দুর্জ্জনের মত করো না বঞ্চন,
হে বিশ্বস্ত-মিত্র! আর কি কব?

বিধবা বঙ্গাঙ্গনা।

প্রথম।

[লজ্জা।]

এ চিরদুখিনী দুখ যত মত সয়,

কি কহিবে ? বিশেষি সে দুখ সমুদয়

কহিতে বিদরে হিয়া,—হে লজ্জে! জিহ্বা রোধিয়া

রাখ তুমি কেন ? একি রাখার সময় ?

অয়ি লজ্জে অবলার অমূল্য ভূষণ

চির সহচরী মম! ক্ষম এইক্ষণ।

মূকের স্বপন মত, আর আমি অবিরত

গোপিতে না পারি দুখ বিদরে হৃদয়।

২

হৃদয়ে ধরিয়া দাহ্যপদার্থনিকর,
আগ্নেয় ভূধর বটে থাকে স্থিরতর ;
কিন্তু সে পদার্থ সবে, বলে জ্বলে উঠে যবে,
তখন রোধিতে তাহা পারে কি শিখর ?
সে সময় কত অগ্নিশিখা উদ্গীরয়,
শাতুস্রাবে কত তার দেশোচ্ছিন্ন হয়।
আশ্রিত অবলানারী, কত সংগোপিতে পারি,
মনোজ যাতনানল চিরভয়ঙ্কর ?

৩

যে অনলে জ্বলে সদা মম মনোবন ;
হে লম্ভেজ ! সে অগ্নি কিছু নহে সাধারণ !
ঔর্ব্ব ঋষি ক্রোধানল, বুঝি অত সুপ্রবল
নহে—যাহা সিন্ধু-বক্ষ দহে অনুক্ষণ ;
দশাস্যের চিতানল চির উদ্গীরিত ;
আমারো এ চিতানল, চির প্রজ্বলিত !
গর্ব্বাগ্নি শাখীর মত, এ অনলে অবিরত,
কি দিবা কি বিভাবরী, হতেছি দাহন।

৪

অয়ি ব্রীড়ে! এক মাত্র তুমিই কেবল,
রেখেছ আবরি মম এ বিষমানল।
শয়নের দেহ বেড়ে, প্রলেপ যেমন ঘেরে
থাকে, কিন্তু বল তাহে উপকার কি ফল?
বরং তাহে ফলে আরো বিপরীত ফল;
ভিতরে প্রচণ্ড বহ্নি দহে করি বল;
তোমার এ গুণে মম, আরো যাতনা বিষম,
মনাগুন জ্বলে উঠে হইয়া প্রবল।

৫

অয়ি সতি! করি নতি ছাড় রসনারে,
দেহ তারে মনোদুখ মম কহিবারে,
রোগী যদি আত্ম-রোগ, না প্রকাশি, করে ভোগ
তবে তার প্রতিকার হবে কি প্রকারে?
যত দুখ ব্যাপিয়া রয়েছে মনোময়,
একে একে প্রকাশি বলুক সমুদয়;
করি তাহা আকর্ণন, যদি বঙ্গবাসীগণ
বিধবা-অঙ্গনা-দুখ, কথঞ্চিৎ নিবারে।

[ ]

দ্বিতীয়।

(যৌবন)

হে যৌবন জগতজনের লোভনীয়

প্রেম-সহচর !

তোমা চির প্রলভিতে, কে না বাঞ্ছে পৃথিবীতে ?

সকলে তোমার প্রেমে বদ্ধ নিরন্তর ,

কিন্তু বালবিধবা-বঙ্গীয়-নারীগণ

বাঞ্ছে না বাঞ্ছে না কভু তব প্রলভন !

এজগতে বিপদ কাহার বাঞ্ছনীয় ?

২

হায় ! বালো যে নারীর হৃদয়-ঈশ্বর

গেলা পরলোকে ;

জীবনে কি কাজ তার, যৌবন—জীবিত-সার,

ভার ভাবে সেই ধনী সুখের ভূলোকে ।

প্রাণ-প্রিয়তম-পতি পালাল যখন,

সমুদয় প্রিয় হল অপ্রিয় তখন,

হে কৌমার ! এবে তুমি মম ক্লেশকর ।

৩.

এ কুসুম মুকুলিত আছিল যখন,

অহে সুকৌমার !

তখনি প্রাণেশ অলি, ফেলিয়া গিয়াছে চলি,

হায় !—আর ফিরে দেখা পাবনা তাহার !

হে নব-যৌবন ! তুমি প্রেম-চির-বঁধু,

কোমলা-কামিনীরূপ কুসুমের মধু,

বঁধু বিনে সে মধুর কিবা প্রয়োজন ?

৪

ধিক্ ধিক্ শতধিক্ ধিক্ সে চাঁপার,

ধিক্ রূপে তার !

ধিক্ তার চারুবাসে !—যাতে লোকে ভালবাসে,

ধিক্ তায় যদি হৃদে থাকে মধুভার ।

কুসুম-কুলনায়কবর-মধুকরে,

যখন তাহাতে নাহি বিলাসে, বিহরে ;

রূপ, গুণ, মধু তার বিফলেতে যায় ।

৫

জানি হে কৌমার ! তুমি সৌন্দর্য্য-আধার,

ভুবনমোহন।

উদিলে রমণীকায়, আরো তব বৃদ্ধি পায়,

সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য—যাহে ভুলে মুনি-মন।

কিন্তু-হায়! দীপালোক জনশূন্য গেহে

বিফল যেরূপ; তথা বিধবার দেহে,

উদয় তোমার—বৃথা! ফল নাহি তার।

৬

পতির স্বয়া যে নারী, যাও, তার দেহে,

চিরবদ্ধ রহ।

পাবে তথা সদা সুখ, হেরিবে না দুখ-মুখ,

সেবিবে সে ধনী তোমা প্রিয়পতি সহ।

চিরশত্রু তোমার যে বিরহভীষণ,

পীড়িতে সে তোমায় নারিবে একক্ষণ,

বঙ্গীয়-বিধবা দেহে বঞ্চ কার স্নেহে।

—•—

তৃতীয়।

(উপবন)

ঋতুরাজ-রঞ্জিনি হে উপবন স্থলি!

কি দুখে নিরখি তোমা মলিনা এমন ?
নাহি সেই ফুল্ল হাসি, নাহি সেই রূপরাশি,
জুড়াত নয়ন যাহা করিয়া লোকন।
কি দুখে আমার মত, খুলিয়া ফেলেছ যত,
কোমল কুসুম-কুল-চারু আভরণ ?
হঠাৎ কি দুখোদয় হইল এমন ?
বসন্ত মনের কথা খুলিয়া সকলি।

২

মধু-বঁধু বিরহ-বিকারে যদি তব,
হয়ে থাকে এদুর্দ্দশা, লজ্জা কি ? বল না,
জান না কি গোরাঙ্গিনি ! তুমি, এ হতভাগিনী
চিরবিরহিণী বঙ্গ-বিধবা-অঙ্গনা ?
সমদুখীদুখী যেই, প্রণয়ের পাত্র সেই,
তা কি তুমি জান না গো কুসুম-ভূষণা !
মোর কাছে দুঃখাবলী করিলে বর্ণনা,
অপাত্রে শুনালো তব হবেনা সে সব।

৩

এ কি ! মুখে ফুটে কিছু নাবলে আমায়,
মোরা বিধবার মত, (মূকেরা যেমন,

অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা—হায়! মনের কথা জানায়
প্রকারে মনের কথা করিছ জ্ঞাপন,
শিশিরাশ্রু নিক্ষেপিয়া; সমীরে দীর্ঘশ্বাসিয়া
মন্দং করি শাখী-শির সঞ্চালন,
পর-চিত্তগ্রাহী মহানুভব যে জন,
এতেই সকলি সেই বুঝিবারে পায়।

৪

বুঝেছি বুঝেছি সব হে মধু-বল্লভে!
ঋতুরাজ-বসন্ত-বিরহে বিনোদিনি!
এদশা হয়েছে তব, নহে এত অসম্ভব,
বিরহ কেমন তাহা জানে বিরহিনী।
সমুদয় সুখহর, বিরহ বিসমতর,
প্রমদার শত্রু হেন কে এই মেদিনী?
দহে অবলারে ক্রূর দিবস যামিনী,
ভয়াল যাতনা তার কত প্রাণে সবে?

৫

হে ঋতু-বল্লভে! ঋতুবল্লভ-বিরহ,
দুঃসহ তোমার এত নহে;—বিবেচিলে,
কিছু দিন পরে তাঁয়, পাবে ধনি, পুনরায়,

কে কোথায় সুখ পায় দুখ না সহিলে ?
চিররীতি এ অখিলে—তীব্রতপঃ না করিলে
অনায়াসে কখন কি চতুর্ব্বর্গ মিলে ?
যাবে দুঃখ তব প্রিয়-পতি সম্মিলিলে।
মম বিরহের নাহি কখন বিরহ !

৬

আর এক কথা আছে, পারি কহিবারে,
কিন্তু ভয় হয় মনে, রোষ ধনি, পাছে।
কেবল তোমার বঁধু, নহে স্মরসখা-মধু,
বিলাসীসমীর, অলি, আর বঁধু আছে।
তব প্রেমে গন্ধবহ, বন্দিভাবে অহরহ,
(রতি পাশে অনঙ্গ যেমন) তব কাছে,
তাতেও তোমার প্রাণ বাঁচে ধনি, বাঁচে।
তবু কেন শীর্ণা মধু-বিরহ-বিকারে ?

৭

হায় ! হায় ! আমাদের দুর্ভাগ্য যেমন,
পৃথিবীতে হেন আর আছে কি কাহার ?
জীবন-জীবন-পতি, জীবন, মরণ গতি
বঙ্গ অঙ্গনার—হায় ! বিরহে তাঁহার,

কেমনে জীবন বাঁচে, আর তার কেবা আছে
জুড়াইতে এ অসীম-সংসার মাঝার?
কেহ না ভাবিয়া তাহা দেখে একবার!
আপনার সুখে মত্ত বঙ্গ-হিন্দুগণ।

চতুর্থ।

[সন্ধ্যা আগমনে]

(কমলিনী।)

দিবা অবসন্না প্রায়, অস্তাচলে অস্ত যায়
রক্তবর্ণ-দিননাথ—সরোজীরমণ ;
নাহেরে হৃদয়েশ্বরে, কমলিনী সরোবরে
শোকভরে পরিয়াছে বিষাদবসন।
নিশা অবসান হইবে যখন,
হে পদ্মিনি! তুমি ফুটিবে তখন
নিরখিয়া প্রিয়প্রাণেশ-বদন ;
কিন্তু হায়! মোরা আজীবন বিষাদিনী!
আর না তোমার মত হব প্রফুল্লিনী!

২

নেহারি যে রবি আস্য একমল ফুল, হাস্য
করিয়া প্রমোদে ফুল্ল হত—পঙ্কজিনি!

ভাগ্যদোষে,আহামরি ! মধ্যাহ্নে সে প্রিয়হারি
উদি, চিরঅস্তে গেলা করি অভাগিনী !
তদবধি আর কভু একক্ষণ
ফুল্লতার নাহি পাই দরশন,
বিষাদ মানসে করি আক্রমণ
রাখিয়াছে, হিমে তুমি থাক যে প্রকার।
সখি এপুষ্কন্ধী-রবি-উদিবে কি আর ?

৩

(চক্রবাকী)

ও কে ! ওপাশেতে থেকে, সকরুণ স্বরে ডেকে
কহে "আজিকার মত হলেম বিদায় ;
নিশিতে বিরহে প্রাণ যদি আজ থাকে প্রাণ
তবে তব সনে দেখা হবে পুনরায়।"
চিনিয়াছি ও যে প্রেমী-কোক-বর
নিশাগমে হয়ে দুখিত-অন্তর,
ভাবি প্রিয়তমা-বিরহ—দুখর,
ভাবিবিরহ-ব্যাকুলা-প্রিয়তমা কাছে
বিদায় আজের মত কাতরেতে যাচে।

৪

দেখে শুনে এসকল বিগুণিত মনানল
জ্বলিছে হৃদয়ে, হায় ! কহিব কাহারে !
যদ্যপি থাকিত পতি, যাচিত সেই এমতি
মম কাছে বিদায়—প্রবাস যাইবারে !
সে কহিত কত পরিতাপ করি ;
আমি কাঁদিতাম তার কর ধরি ;
হায় হায় হায় ! এসকল স্মরি ;
অস্থির হইলে মন স্থির নাহি বাঁধে !
হা বিধি ! সাধিল বাদ মর সুখসাধে !

৫

অই না যে চক্রবাকী, অশ্রু-প্রপূরিত-আঁখি,
চেয়ে আছে কান্ত পানে, স্তিমিত নয়নে,
ছেড়ে কান্তে নাহি যায় (ছায়া কি ত্যজিয়া কায়
যেতে পারে ?) সাথে তারে যাইবে কেমনে ?
যাও চক্রবাকি ! ধৈর্য্য-ডোরে হিয়া
বাঁধি, কেন এত ব্যাকুলা ভাবিয়া,
যাবে কোনমতে নিশি পোহাইয়া
রবে না, পাইবে প্রাতে পুনঃ প্রাণেশ্বরে,

ভাসিবে তখন উভে সুখের সাগরে।

৬

চারিযাম ত্রিযামার, সহিতে বিচ্ছেদ ভার
প্রাণেশের, হইতেছ অধীরা এমন।
যদি আমাদের মত বিরহানলে সতত
দহিতে, তাহলে তব রক্তনা জীবন।
পূর্ব্ব জন্মে পাপ করিযাছি কত!
বিরহে অনলে দহি অবিরত!
পাখি দুখী নহে আমাদের মত!
কার কাছে বলি এই মনের বেদন?
হায়রে! দুঃখের দুখী কে আছে এমন!

(কুমুদিনী)

ওগো ওগো কুমুদিনি, রজনীর সপত্নিনী,
ভুবনরঞ্জন-বিধু-মানস-মোহিনি!
হেরি নিশা আগমন তুষিতে নাথের মন
সাজিতেছ, সাজে যথা পতি-সোহাগিনী।
সাজ সাজ ধনি, মনোহর সাজে,
চারুবেশ ভূষা অধবারে সাজে,

(নারীর যৌবন বেশ কোন্ কাজে ? –

—না, ভুলিতে একমাত্র রমণের মন।

পড়িনু গ্রন্থেতে নাহি জানিনু কেমন ?)

৮

অয়ি বিধু-পরায়ণে সরোবর সুশোভনে !

একটী কথা আমায় হইবে বলিতে

কোথা করি কার তপ ; করি কোন্ মন্ত্র জপ,

পেয়েছ কুমুদকুলে জনম লভিতে ?

হ্যাদে ধনি, আমি তোর পায়ধরি,

বোলে দেও মোরে করুণা বিতরি,

সেই তপ ; সেই মন্ত্র জপ করি,

লভিব কুমুদকুলে জনম এবার।

তা হলে চির-বিরহ ভোগিব না আর !

৯

(নিশী)

হঁ ! কি মনোহর বেশে, দেখাদিল নিশি এসে

কেন আজ হেমসাজ পরিলা যামিনী !

অলকে ঝলকে কত, তারা রত্ন শত শত

অঙ্গে ভূষা—পুষ্পাবলী—মানস মোহিনী।

পরি অমরূপ, সুনীলবসন,

হরি নিল রূপে ভাবুকের মন—

প্রতীক্ষে নাথের আসা প্রতীক্ষণ ;

হেহারি এভাব মনে যত কথা উঠে

নারী আমি, নারি সব প্রকাশিতে ফুটে ।

২০

অয়ি শশি—বিলাসিনি জগতশান্তিদায়িনি !

সুধাই একটী কথা বলহ আমায়,

স্বীয় প্রিয়পতি সঙ্গে রঙ্গ তুমি রস রঙ্গে

তার তরে বিধবারা হিংসে না তোমায় ;

তুমি কেন তবে বিধবা সকলে,

বিদগ্ধ করহ, বল, কোতাহলে,

সরলতা গুণ এই কি সরলে !

সধবারে সন্তোষ প্রাণেশ-বিধু সহ

বিধবানারীরে দাও যাতনা দুঃসহ ।

২১

একবার দুখে যেই পড়িয়াছে, তাসে সেই

দুঃখিত কিরূপে করে সময় কর্ত্তন,

প্রাণেশ-বিরহ-রোগ অমায় করহ ভোগ

তুমি প্রতিমাসে, তা কি থাকেনা স্মরণ ?
জানিয়া শুনিয়া বিরহের ক্লেশ,
বিরহিকে তবু যাতনা অশেষ
দেহ, নাহি মনে হয় দয়ালেশ ?
হায় ! তব হৃদয় কি কঠিন এমন !
পাষাণে বিধাতা বুঝি করিল গঠন !

১২

তোমায় জীবিতেশ্বরে বুঝাইয়া অতঃপরে
বোলো, যেন না জ্বালায় বিধবারে আর,
রাবণের মৃত্যুশর হতে অতিতীক্ষ্ণতর
করশর কখন ও করে না প্রহার
প্রাণেশের চিরবিরহের শরে
যেসব, বিধবা নিরন্তর জ্বরে
দহিলে তাদিগে তীক্ষ্ণতরকরে
কিছুমাত্র হইবেনা পৌরুষ উদয় ;
মরাকে মারিলে কভু যশলাভ হয় ?

খাম্বাজ।

(বিধাতা।)

শুভাশুভ ফলদাতা তুমি সবকার,—

ওহে চতুর্ম্মুখ!

পতির বিরহদুখ—অশেষযন্ত্রণাকর—

স্পর্শমাত্র হরে যেই মানুষের সুখ;

ওহে তব পায় ধরি বল শুনি সত্য করি

কি পাপে মোদের ভাগ্যে লিখিলে সে দুখ?

হায়! লিখিলে সে দুখ!

২

বঙ্গ-হিন্দু-নারী-কুলে জনমগ্রহণ—

ওহে চতুর্ম্মুখ!

কেবল ভোগিতে ক্লেশ! নাই নাই সুখলেশ,

বলিতে বিশেষি সব সুখ হয় দূর;

ওহে তব পায়ধরি বল শুনি সত্য করি

কি পাপে মোদের ভাগ্যে লিখিলে সে দুখ?

হায়! লিখিলে সে দুখ!

৩

একাদশী-উপবাস কেমন কঠোর,—

ওহে চতুর্ম্মুখ !

করিলে যে উপবাস; প্রায় প্রাণ ত্যজেবাস

যামিনীতে পিপাসায় ফেটে যায় বুক;

ওহে তব পায়ধরি বল শুনি সত্য করি

কি পাপে মোদের ভাগ্যে লিখিলে সে দুখ ?

হায় ! লিখিলে সে দুখ !

৪

রমণীজনম সুখসম্ভোগবিহীন—

ওহে চতুর্ম্মুখ !

হায় ! সে জনম ধরি, নিত্য একাহার করি,

দুখে হাসিপায়, হায় একি বড় কৌতুক !

ওহে তব পায়ধরি বল শুনি সত্য করি

কি পাপে মোদের ভাগ্যে লিখিলে সে দুখ !

হায় লিখিলে সে দুখ !

৫

কোথায় পরিব চারু বসন ভূষণ—

অহে চতুর্ম্মুখ !

তা, না, গ্রীষ্মলতা প্রায়, বেশভূষা শূন্যকায়,

পরিধান করি "মারকীন্" একটুক !

ওহে তব পায়ধরি বল শুনি সত্য করি
কি পাপে মোদের ভাগ্যে লিখিলে এদুখ ?
হায় ! লিখিলে এদুখ !

৬

যে সকল দুখে দিন আমরা কাটাই,—
অহে চতুর্ম্মুখ !
শক্রর সে ক্লেশ, হায় ! দেখিতে না পারাযায়
দয়ার দর্পণে তুমি দেখ না কি মুখ ?
অহে তব পায়ধরি বল শুনি সত্যকরি
কি পাপে মোদের ভাগ্যে লিখিলে এদুখ ?
হায় ! লিখিলে এদুখ !

৭

তিলেক না পারি মন করিতে সুস্থির ,—
ওহে চতুর্ম্মুখ ?
কতজনে কতকয়, শুনে মনে কত হয়,
নিয়ত হৃদয়ে মন, করে ধুকু পুকু ।
ওহে তব পায় ধরি বল শুনি সত্যকরি
কিপাপে মোদের ভাগ্যে লিখিলে এদুখ ?
হায় ! লিখিলে এদুখ !

৮

শুভাশুভ ফল দাতা তুমি সবাকার—

ওহে চতুর্ম্মুখ!

পবিত্র নিবন্ধন—অশেষ যন্ত্রণাকর—

স্পর্শমাত্র হরে যেই সমুদয় সুখ,

ওহে তব পায়ধরি বল শুনি সত্যকরি

কি পাপে মোদের ভাগ্যে লিখিলে সেদুখ?

হায়! লিখিলে সেদুখ!

ষষ্ঠম্।

(বিরহ)

১

প্রেমি-চিররিপু ওহে বিরহভীষণ!

কিকারণ জ্বালাতন কর অহরহ?

রাবণের চিতা প্রায় তোর দাহ নাফুরায়

একি দায়! কেন— হায়!

একবারে দহি ভস্মরাশি না করহ

দহি, ভস্মরাশি যথা করে হুতাসন?

২

শুনেছি বিরহ! না কি তব আক্রমণে,

পরিহরি প্রাণ, কত প্রেমাকাঙ্ক্ষি-জন,
নিত্যসুখ-নিকেতনে, নিত্য সুখসন্মিলনে,
বঞ্চে প্রমোদিত মনে
অমরী অমর বঞ্চে ত্রিদিবে যেমন।
বলহ, বিরহ, এ কি যথার্থ বচন ?

৩

যদি সত্য হয়, তবে বিনতি আমার,
এসংসার কারাগারে থাকিবনা আর।
এখনি জীবন হর, সব ক্লেশ শেষ কর,
দহিবারে নিরন্তর
পারিনা পারিনা আর সহিতে এ ভার !
মরণ আমার এবে মঙ্গল আধার !

৪

ইহলোকে সদাসুখে বঞ্চে যেইজন,
সুখময়ী ধরা সেই করে দরশন,
ত্যজিতে এবসুমতি, তাহার না হয় মতি,
মৃত্যুরে সেভাবে, অতি
ভয়ঙ্কর ; কিন্তু দুখে দহে যার মন,
বাঁচিয়া থাকিতে সে কি বাঞ্ছে একক্ষণ ?

৫

মিলনের আশায় যে বিরহিত্র মন
আশ্বস্ত, সেপারে তোমা কমিতে বহন
অনায়াসে ; কিন্তু হায় !— সে আশা কভু আমায়,
—কহিতে যে লজ্জাপায়—
স্বপন-সংযোগে নাহি করে আলিঙ্গন !
বঙ্গীয়বিধবা-ভাগ্যে দুর্ল্লভ মিলন !

৬

"বিরহ," এ শব্দটী করিয়া আকর্ণন,
কোন্ প্রেমিকের নাহি কম্পায় হৃদয় ?
কি অমর, কি মানব, উরগ, খেচর, কি দানব,
শুনিয়া "বিরহ রব"
আতঙ্কে, মৃত্যুর নামে যথা জীবচয় ।
হায়রে, বিরহ, তুমি এমনি ভীষণ !

৭

যার দেহ মাঝে, তুমি পশহ, বিরহ,
কঙ্কালাবশিষ্ট মাত্র করহ তাহারে !
তোমার বিক্রম যত, একমুখে কব কত,
কে আছে তোমার মত

প্রেমিক, প্রেমদা, প্রেম-শত্রু, এসংসারে ?
—কে দেয় তোমার মত ক্লেশ অহরহ ?

৮

মহেশ মথিলা সিন্ধু ; উঠিল গরল
তীব্রতর, তাপে যরে ত্রিলোক দাহন,
সকলে শঙ্কিত মন, দেবদেব পঞ্চানন,
পান করিলা সে ভীষণ
হলাহল, অনায়াসে, বালক যেমন
পিয়ে পয়, কিম্বা মধু মধুকরদল।

৯

জীর্ণ কৈলা হেন বিষ, হেলে ব্যোমকেশ
কিন্তু নাহি পারিলেন জীর্ণ করিবারে
বিরহগরলানল, বঙ্গীয়বিধবা দল,
—কেন্তে চক্ষে নহে জল !—
বিরহবিকারে প্রাণে বাঁচে কি প্রকারে ?
কে সহিতে পারে চিরবিরহের ক্লেশ ?

১০

ছায়ার স্নিগ্ধতা অনুভব করিবারে,
আতপের সৃষ্টি, আলো উজ্জ্বল কেমন—

কেমন মাধুর্য্য তার, বুঝিতে সে বিধাতার

স্থষ্টি, ঘোর অন্ধকার,

অবনীতে সুখময় কেমন মিলন,

বুঝিতে সুজন বিধি করিল তোমারে।

১১

কিন্তু হায়! মম সম পতিবিয়োগিনী

যত বঙ্গবালা, তারা তব অধিকারে,

অহর্নিশি নিরন্তর, সহে ক্লেশ তীব্রতর,

নাপাইল, সুখকর

মিলন সুধার স্বাদ, কভু ভুঞ্জিবারে!

তব কারাগারে আছে দিবস যামিনী!!!

(সপ্তম।)

সখীর প্রতি।

কেন আমি সদা থাকি বিষণ্ণবদনে,

উদাসিনী প্রায়,

আমোদ প্রমোদেমন, নাহি দেই এক্ষণ,

এই কথা বারম্বার সুধাও আমায়;

স্বজনি, কি ভ্রান্তি তোর! কি জন্যে এদশা মোর,

সখিরে,— ও প্রিয় সখি, আইলে যামিনী,
শশী সহকরি,
হারাইয়া প্রিয় বঁধু, মনোদুখে কোক বধূ
আমোদে প্রমোদ খেলা সব পরিহরি,
ঘোর আর্ত্তনাদ করি, যাপে দুখে বিভাবরি—
তখন তাহার দশা করিয়া ঈক্ষণ,
কেন! কোনো পতি বিনা হয়েছে তেমন?

৫

দুঃখ বিরহিণী-দশা করিনু বর্ণন.
অয়ো ও স্বজনি,
তাদের বিরহ রোগ, নাহি করে চিরভোগ,
ক্ষণ মাত্র থাকে, তাই জীবন এমনি!
চিরবিরহদহনে, দগ্ধায় বিধবাগণে,
দহিতেছে; অহো তার নাথ-সম্মিলন
সুখ-সুধা নারিবে করিতে আস্বাদন!

৬

সখিরে,— ও প্রিয়সখি, না পাইলে পর
রবির কিরণ,
শশী কলা উজ্জ্বলিত হয় কি লো কথঞ্চিত?

বলিল, বলিলে তুমি বুঝিতে পারিবে ;
নতুবা কি অবোধিনি, বুঝিতে নারিবে !

২

সখিরে,— ও প্রিয়সখি, বিনা প্রাণেশ্বর
ঋতু কুলরাজ,
হইয়া বিশীর্ণা অতি, শ্যামাঙ্গিনী বসুমতী,
ত্যজে যবে নানাবিধ পুষ্পময় সাজ,
হয় অতি দীনা ক্ষীণা— (যথা বঙ্গপতিহীনা)
তখন তাহার দশা করিয়া ঈক্ষণ,
কেনা বোঝে পতি বিনা হয়েছে তেমন ?

৩

সখিরে,— ও প্রিয়সখি, রবি অস্তাচল
করিলে আশ্রয়,
কৌমুদীরমন পরি, শশি-প্রিয়া বিভাবরী,
অবনীমণ্ডল মাঝে হইলে উদয়,
প্রফুল্ল পদ্মিনীচয়, বিষাদে বিবর্ণা হয়—
তখন তাদের দশা করিয়া ঈক্ষণ,
কেনা বোঝে পতি বিনা হয়েছে তেমন ?

কোন দিন স্বজনি, কি দেখেছ এমন ?
মানস-পঙ্কজ-রবি-স্বরূপ নাথের ছবি
না করিলে নয়নে বারেক বিলোকন,
রমণীর কিসে হয় প্রফুল্ল বদন ?

৭

আর কি স্বজনি, কভু বিষণ্ণ বদন
হবে প্রফুল্লিত ?
যে বিষাদ-অন্ধকার ব্যাপি এ মানসাগার
রহিয়াছে, তা কি কভু হবে তিরোহিত ?
বল্লীর [illegible] পুনর্ব্বার সম্মিলন
সুখেতে সুখিনী হবে, না হয় প্রত্যয়।
তরু, বিনা লতা কভু কুসুমিতা হয় ?

৮

সখিরে, — এ ত্রিজগতে, গীত বাদ্য আদি
যত বিনোদন,
আছে এই বসুধায়, বিফল সে সমুদায়
রমণীর, বিনা এক হৃদয়রঞ্জন !
পতি সহ রঙ্গে যেই, বিনোদে-আদরে সেই —
আমোদ প্রমোদে সেই হয় আহ্লাদিনী।
বিনোদে বিষাদে মরে পতি বিয়োগিনী।

৯

বটে তুমি সহচরি, সুমধুর স্বরে,
গাও লো সংগীত,
যে জন শুনে এ গান, হারায় সে মন প্রাণ;
সুধা রসে হয় তার হৃদয় গলিত।
কিন্তু সখি, এই গানে— এই সুমধুর তানে,
না পারে আমার মন করিতে মোহিত!
মনের আগুন আরো করে প্রজ্জ্বলিত!

১০

সখিরে,— ও প্রিয়সখি, অস্ত গেলে পর
প্রদোষে তপন,
প্রফুল্লিত কমলিনী, হয়ে ঘোর নিরানন্দিনী
দুঃখের সাগরে হয় মগনা যখন,
তখন প্রেমের গীত, গেয়ে কি লো প্রফুল্লিত
করিবারে পদ্মিনীরে, পারে সমীরণ?
কখনই নহে— তার বিফল যতন।

১১

নলিনীর চিরপ্রিয় অলিনিচয়
গুন্ গুন স্বরে,
প্রেমের সংগীত গায়, সুধাধারা বরষায়

প্রতি তানে, শ্রোতাদের শ্রবণ বিবরে,
কিন্তু শুনে সেই গীত, হয় কি লো প্রফুল্লিত,
নিশিতে পদ্মিনীদল, না করি লোকন
চির-প্রিয়-তপনের মোহনবদন?

১২

সখিরে,— ও প্রিয়সখি, কি কহিব আর
করিয়া বিশেষ!
বিনা এক প্রাণেশ্বর, যে যাতনা নিরন্তর
পাইতেছি, কারে কব জানে পরমেশ!
আর জানে প্রাণ, মন, আর যেই সেই জন,
যে নারী আমার মত-পতি বিয়োগিনী
দুখিনীর দুঃখ নাহি বোঝে, লো, সুখিনী॥

—○○—

(অষ্টম।)

একান্তে আক্ষেপ।

সুখময়ীবসুধায় জনম লভিয়া—হায়!—
অভাগীর সুখলাভ কিছুই না হইল!
দুর্লভ জনম মম বনজ কুসুম সম,
বিফলে গলিত প্রায় কাজে নাহি আইল!

হায়রে ! — এসব কথা যবে ওঠে মনে,
অনর্গল অশ্রুধারা বহে দুনয়নে !

২

সহি ক্লেশ বহুতর মলয় শিখরোপর
আরোহিনু, আশা মনে লভিব চন্দন রে !
ঘষিয়া লেপিব অঙ্গে, ভাসিব সুখ-তরঙ্গে,
সুবাসে বাসিত হবে, নাসিকা ভবন রে !
(হায়রে কেবল হল আশামাত্র সার !
স্বপনে দরিদ্র রাজ্য কল্পে যে প্রকার ।)

৩

বিধাতার কি বিপাক ! — সে চন্দন লাভ থাক্
সুবাস, সুস্পর্শ তার দূরেতে রহিল রে !
ভয়ালভুজঙ্গগণ করি ঘোর গরজন
দংশিল, বিষম বিষে, মরমে জ্বারিল রে !
(প্রশমিত এবিষ কেমনে হবে আর !
মলয়ে এমন বৈদ্য মেলা বড় ভার !)

৪

করি কত অনশন, তপ, জপ, সুভীষণ
ক্লেশ সহি আইলাম, সুধা সন্নিহিত রে !
মনেহ বড় আশা, মিটাব চির পিপাসা,

পান করি মনোসুখে সুধা অপ্রমিত রে!
বৃথা আশা! করিতেই কর প্রসারণ,
অগ্নি, চক্র আসিয়া করিল আক্রমণ!

৫

অবনীতে আইলাম, নারীকুলে জন্মিলাম,
পতি সঙ্গে রঙ্গরঙ্গে যাপিব জীবন রে!
প্রতি দিন নব নব সুখ করি অনুভব
পরিতৃপ্ত হব, হবে সকল জনক রে!
নির্ম্মল-দাম্পত্য-প্রেমে হয়ে প্রমোদিত,
করিব জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত।

৬

কালেতে জন্মিবে পুত্র, যাহার সমান কুত্র
স্নেহাস্পদ নাহি মেলে অবনী মাঝার রে!
আধ "মা মা" বোল যার, বরষে সুধার ধার
শ্রবণ বিবরে, করি আনন্দ বিস্তার রে!
বারেক যাহারে অঙ্কে করিলে স্থাপন,
জুড়ায় তাপিতপ্রাণ, জুড়ায় নয়ন!

৭

গোপাল যেমন দোলে দোলে, সেইরূপ কোলে
দোলায়ে, প্রাণের পুত্র হইলে নিদ্রিত,

প্রাণকান্তে সম্বোধিয়া, বাহুদ্বয় প্রসারিয়া
অঁপিতে তনয়,— আহা! সে সময় চিত,
যেমন আনন্দ রসে অভিষিক্ত হয়,
একমাত্র জানে তাহা সুতিনীনিচয়।

৮

হায়রে! অভাগী আমি, অকালে মরিল স্বামী!
যে কালেতে মকুলিত হয়নি যৌবন রে!
যে কালে কেবল খেলা, সহচরী সহ মেলা,
প্রিয় ছিল, জানি নাই বল্লভ কেমন রে!
বলিতে পারিনা আর শোকবাষ্পভরে,
রোধ হল কণ্ঠদ্বার বাক্য নাহি সরে!!!

৯

সে সময় হতে—হায়!— ত্যজিয়াছি সমুদায়
সধবার পরিধেয় বসন ভূষণ রে!
করিতেছি একাহার,— হল অস্থিমাত্রসার—
এর পর একাদশী দিনে অনশন রে!
পিপাসায় যদি তার ফেটে যায় বুক,
তবু নাহি দেয় পিতে জল একটুক!

১০

বিনা এক প্রাণেশ্বর, এইরূপ নিরন্তর,
কত মত ক্লেশভারে কুণ্ঠিত একায় রে!
কোথা স্বামি-সঙ্গ-সুখ? কোথা প্রিয়পুত্র-মুখ-
দরশন সুখ?— মরি হায় হায়! হায় রে!
সব সুখ যদি বিধি করিল হরণ,
কোন্ সুখে দেহে তবে থাক রে জীবন?

১১

কপোতদম্পতী যেহে, জনক পালেন স্নেহে,
সেদিন কপোতবর জীবন ত্যজিল রে!
হারাইয়া প্রিয়পতি, কপোতী দুঃখিনী অতি,
ত্যজিল অশন, পান, শোকেতে মোহিল রে!
দ্বিতীয় কপোত পিতা আনিয়া সত্বর,
নাশিলেন কপোতীর বিচ্ছেদপ্রখর!

১২

একাকিনী কন্যা তাঁর, আত্মজা, মমতাধার,
অকালে আমার নাথে হরিল শমন!
হারাইয়া প্রাণেশ্বরে, বিষমবিরহ-জ্বরে
জ্বলিতেছি অহরহ,— হয় না মরণ!

দেখে শুনে আমার এ যাতনা অশেষ,
জনকের মনে নাহি হয় দয়ালেশ !

১৩

ওগো পিতা স্নেহময় ! অভাগী কি প্রিয় নয়
পালিতকপোতী সম ?— হায় ! হায় ! হায় !
স্নেহ-রূপি-পিতা যিনি, স্নেহ না করিলে তিনি
অভাগী তনয়া আর দাঁড়ায় কোথায় ?
হয় নয় দেখ, তাত, বিচারিয়া মনে,
পতি বিনা অবলার কি কাজ জীবনে ?

১৪

অয়ি বঙ্গবিরহিণি ! তুমি অতিঅবোধিনী !
কি বলিছ, বলিলে কি হবে ফলোদয় ?
জনক জননী তব, দুঃখ, সুখ, জানে সব,
তাঁহাদের অগোচর কিছুইত নয় !
তব দুঃখ বারণে তাঁদের যদি মন,
থাকিত, তাহলে পুনঃ পেতে পতিধন।

১৫

শাস্ত্র কয়, যুক্তি কয়, বিধবার পরিণয়
দিলে হয় জগতের অশেষ মঙ্গল।
সেই কথা শুনিবে না, তব দুঃখ গণিবে না,

দেশাচার-দাস হয়ে থাকিবে কেবল !
দূর কর ও কথায় কাজ নাই আর !
বিশেষ বলিতে হয় রোষের সঞ্চার !

১৬

রমণীজনম আর, যেন নাহি হয় কার ;
যদি হয়, তবে হিঁদু কুলেতে না হয় ;
যদি হিঁদু কুলে হয় ; তবে বঙ্গ দেশে নয় ;
যদি বঙ্গে হয়, তবে এয়ো যেন রয় ;
যদি বিধি করে তার বৈধব্য ঘটন,
বেঁচে যেন সে নারী না থাকে একক্ষণ !

১৭

রমণীজনমে একে, সুখ নাই বেঁচে থেকে,
কতমত ক্লেশ ভোগ করিবারে হয়,
কি কব দুঃখের কথা ! নাহি মাত্র স্বাধীনতা,
বনমৃগী হতে বঙ্গ-বধূ সুখী নয় !
পিঞ্জরাবদ্ধা-শারী থাকে যেইরূপ,
বঙ্গ-বধূ গৃহে প্রায় বদ্ধে সেইরূপ !

১৮

জলশূন্য তমোময় কূপে, যথা নিবসয়
ভেকী কুল, সেই রূপ বঙ্গবধূচয়

অন্তঃপুরে বাস করে ; জ্ঞানের উজ্জ্বলকরে,
তাদের মনের তম দূরিত না হয় !
আজ কাল স্ত্রী-শিক্ষা হতেছে কথঞ্চিৎ,
এতেও প্রাচীনগণ বিষম কুপিত !

২০

যে কালে শিক্ষকপাশ করি আমি বিদ্যাভ্যাস,
কতক্ষণ কত কথা, কহিল তখন,
তাহাদের বাক্যশরে, শিক্ষা না করিলে পরে,
কঠিন হইত মম ধৈরজ ধারণ !
কুপথে ভ্রমিতে মত্ত মানসবারণ,
জ্ঞানাঙ্কুশ সুধু তারে করিতে বারণ।

২১

যেই বিদ্যাশিক্ষা ফলে, অশেষ সুফল ফলে,
হেন বিদ্যাশিক্ষা প্রতি যে দেশের লোকে,
ভ্রান্ত হয়ে সাধে বাদ, সে দেশে জন্মিতে সাধ
কার হয় ?— কে এমন অবোধ ভূলোকে ?
মলে যদি জন্ম হয় লভিতে আবার,
বঙ্গদেশে যেন জন্ম নাহয় আমার !

২২

কপোতী কি কুরঙ্গিনী, হয়ে এই অভাগিনী

জন্মে যেন, ওহে বিধি, এই প্রার্থি শোকে।
কিম্বা চক্রবাকী, শারী, হই যেন, তবু নারী
হতে বাঞ্ছা নাই তার এই বঙ্গদেশে!
রৌরবেতে চিরবাস সেও সুখময়!
বঙ্গে নারীজন্ম তবু প্রার্থনীয় নয়!!!

(নবম।)

শ্বশুরালয়ের দুই এক কথা।

১

সেদিন গেলাম আমি শ্বশুরসদন,—
হায় রে বিষাদে বুক বিদরিয়া যায়!
যদি আজ প্রাণে বেঁচে থাকিত সেজন,
তা হলে কি হে— কথা মুখে নাহি আসে!—
জানি শিরে বজ্রাঘাত, পলাইল প্রাণনাথ,
আপনসদনে বলি শ্বশুরসদন!
অভাগীর ভাগ্যে ছিল এত বিড়ম্বন।

২

(হে মন, ক্ষণেক কর ধৈরজ ধারণ,
বলি আগে যা ঘটিল শ্বশুর আলয়।)

সেদিন গেলাম স্বীয় শ্বশুরসদন,
অভাগিনী আমি, বাঁধি পাষাণে হৃদয়।
পুরে যেই পশিলাম, অমনিই শুনিলাম
বিলাপ ধ্বনির সহ রোদনের নাদ,
হৃদয়ে দ্বিগুণ মোর বাড়িল বিষাদ।

৩

প্রথমে শ্বাশুরী আসি রোদনবদনে
"এস মা আমার" বলে কোলে মোরে নিলা।
ভিতিলাম আমি তাঁর অশ্রু বরষণে,
নয়নআসারে মম শ্বাশুরী ভিতিলা।
দোঁহে কাঁদি উভরায়, পুরনারী সমুদায়
কাঁদে, পড়ে গেল রোদনের মহারোল;
"হা বিধি!" ব্যতীত কার মুখে নাই বোল।

৪

থামিল রোদনধ্বনি কতক্ষণ পর,
কহিলা শ্বাশুরী অতি সকরুণস্বরে,
"পোড়া বিধি বাম বড় আমার উপর।
জীবনপ্রতীম-পুত্রে অসময়ে হরে!
তোমারে বিধবা কোরে, হাপুতিনী করে মোরে,

ফুলের প্রদীপ মোর করে নির্ব্বাপিত,
হইত যাহাতে মম পুর আলোকিত !

৫

যাছিল কপালে হল ; ভাবিয়া, মা, আর,
নাহি ফলোদয় ? মৃত্যু শুনেনা রোদন,
কাঁদিলে হৃদয়ে দয়া নাহি হয় তার !
ভেবে চিন্তে পাষাণেতে বাঁধিয়াছি মন।
শশী অস্ত গেলে পর, তারার সামান্য কর,
করে যথা নয়নের সন্তোষসাধন,
এখন আমার চক্ষে তুমি মা, তেমন !

৬

এই ধন, এই গেহ, এই সে বিভব
তোমার, তুমি মা সদা সুখে কর ভোগ,
বাঁচিয়া থাকিতে মোরা কি দুঃখ মা, তব ?
ধর্ম্মকর্ম্মে মন সদা করহ নিয়োগ। ”
শুনি শ্বাশুরীর ভাব, ছাড়িলাম দীর্ঘশ্বাস,
নয়নের বারিধারা বারিনু নয়নে।
কহিতে নাপারি দুঃখ যত হল মনে !

৭

ফুটিতে নারিনু, —আহা ! ফুটিয়া কেমনে
কহিবে বঙ্গীয়বধূ ? রসনা থাকিতে

বাক্‌শক্তি হীনা যেই, সুধু মনে মনে,
রাখিয়া মনের দুঃখ, থাকে গুমরিতে !—
কহিলাম মনে মনে, এই গেহ এই ধনে,
কি কাজ আমার? এতে কি সুখ আমার?
বিনা কান্ত সমুদয় দুঃখের ভাণ্ডার !

৮

যদি নাহি থাকে রত্ন ধন রাশি রাশি,
যদি নাহি থাকে রম্য হর্ম্ম্য উচ্চতর,
কিম্বা নাহি থাকে আজ্ঞাকারী দাস দাসী,
ভিক্ষা করি নিত্য হয় পূরিতে উদর,
তাহাতেও দুঃখ নাই, যদি পতি সঙ্গে পাই,
কুটিরে থাকিয়া কাল করিতে কর্ত্তন,
—কুটির সে নয় ভাবি অমরভবন !—

৯

প্রতিবাসি-নারী একে, একে তার পর,
আইল, দেখিয়া মোরে “আ অভাগী” বলি,
ছাড়িল নিশ্বাস কেহ: কার অশ্রুধর
সজল হইল: কেহ শোকানলে জ্বলি,
নিন্দিলেক বিধাতারে; কেহ নির্দ্দেশি আমারে,

কহিল” যৌবনকাল বড়ই ভীষণ।
না জানি কেমনে কাল করিবে যাপন!

১০

কোথায় করিবে বাছা পালঙ্কে শয়ন,
তা না, শুইবারে হল ভূশয্যায়, হায়!
কোথায় পরিবে নানা রত্ন আভরণ,
তা, না ত্যজিবারে হল ভূষা সমুদায়!
কোথা নানা সুআহার, বিলাসোপভোগ আর,
কোথা নিদারুণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান!
কোমলাবালার ইথে বাঁচে কি পরাণ!

১১

একেত বাছার এই তরুণ বয়স,
কোমল—কোমলতর শরীর এখন!
ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান কঠোর কর্কশ,
এ শরীরে কেমনে তা করিবে বহন!
অরে নিদারুণ ধাতা! খেলি কি চক্ষের মাতা!
এর মুখ হেরে দুঃখ হলনা কি?— হায়!
পাষাণত এর দুঃখে দ্রব হয়ে যায়!

* * * * * * * * * * * *

১২

অদূরেতে ননোদিনী আছিলা আমার,
দাঁড়ায়ে, কহিলা তিনি অতি কণস্বরে,
এসেছে "ভাতারখাকী" মজাতে সংসার,
মরিল স্বোদর মম এরে বিয়ে করে।"
এই কথা কর্ণে মম, বাজিল বড় বিষম!
শত বজ্র হত যদি একদা পতন,
হৃদে, তবু না পেতাম বেদনা তেমন।

১৩

অয়ি ননোদিনি! তুমি অতি অবোধিনী,
আমিত মানবী বটি পিশাচীত নই;
কেমনে হলেম তবে প্রাণেশ-ঘাতিনী?
নারীর কি আছে প্রিয় প্রাণনাথ বই?
আমি যদি প্রাণ তাঁর, বিনাশিব, তবে আর
আমার জীবনে কিবা আছে প্রয়োজন?
তুমি কি জানমা কান্ত কান্তার জীবন?

১৪

দিন কয় বঞ্চিলাম শ্বশুর আলয়,
বন্দী যথা কারাবাসে ক্লেশে বাস করে,
ভোগিলাম কত কষ্ট, বর্ণনীয় নয়!

বিশেষ বলিতে শোকে হৃদয় বিদরে !
যে সুভোজ্য ভুঞ্জিলাম ; যে শয্যায় শুইলাম ;
শত্রুকেও খেতে শুতে সেরূপ যেমন,
না হয়, প্রার্থনা এই ঈশ্বরসদন ।

দশম ।

(একটী অপূর্ণ শরীর সদ্যপ্রসূত শিশু
দর্শন করিয়া ।)

১

উপবন প্রান্তভাগে গুল্ম অন্তরালে,
কি পড়ে রয়েছে ওটি মাংসপিণ্ড প্রায় ?
হাঁ, হাঁ বুঝিলাম বিশেষ দেখিয়া,
কহিতে হৃদয় যায় বিদরিয়া,
কোন্ পতিহীনা গেছে প্রসবিয়া,
অকালে এ শিশু, পাছে রোধে এককালে
সমাজেতে সামাজিকে, এই আশঙ্কায় ।

২

অগো এই হতভাগ্য শিশুর জননি !
এমন নিষ্ঠুর কাজ করিলে কেমনে ?
যদি গর্ভে এরে দিয়াছিলে স্থান,

কেন ?— কি দোষেতে অকালেতে প্রাণ,
হরিলে ইহার, এই কি বিধান
সন্তানের প্রতি ?— অয়ি পিশাচীরূপিণি !
পুত্র-স্নেহ কিছু তব হইল না মনে ?

৩

মানব কুলেতে তুমি লয়েছ জনম,
অথচ করিলে ক্রূর রাক্ষসীর কাজ,
একে মহাপ্রাণী তাহাতে সন্তান,
স্নেহাস্পদ নাহি যাহার সমান,
ছার কুল ভয়ে তাহার পরাণ,
বিনাশিলে, পাপ আর ইহার মতন,
আছে কি দ্বিতীয় এই মানবসমাজ ?

৪

ধিক্ সেই কুলে হায় !— রাখিতে যে কুল,
অধর্ম্মের নদে হয় হইতে মগন ;
ধিক্ শতধিক্ দেই সে নারীরে
ডুবে যেই ঘোর কলঙ্কের নীরে,
কলঙ্কয় যেই মাতা অবনীরে,
ভ্রূণ হত্যা করি, যাতে পাতক অতুল,
ত্রিকুলে যাহাতে করে নরকে গমন !!!

৫

অথবা তোমায় দোষ দেই অকারণ,
সমাজের—কুলের ভয়েতে একুকাজ,
করিয়াছ তুমি,—হায় হায় হায়!
না করিলে, তব কুলে থাকা দায়
হত, মরে যেতে লোকগঞ্জনায়,
এসকল হতে ত্রাণ পাইলে এখন,
নিষ্পাপিনী এবে তোমা গণয় সমাজ!

৬

এখানের সমাজের ভয় পেয়ে তুমি,
ধর্ম্মধনে জলাঞ্জলি দিলা অকাতরে!
সকল প্রত্যক্ষে নেহারেন যিনি,
তাঁরে কি গোপিতে পার অবোধিনি,
এপাপ? অবশ্য হইলে পাপিনী,
ভ্রূণ হত্যা করি, কলঙ্কিয়া জন্মভূমি।
অবশ্য ডুবিবে তুমি রৌরবকুণ্ডরে।

৭

কুল, শীল, যত বল, ধর্ম্ম হতে আর,
রক্ষণীয় নাই কিছু ভুবনভিতরে।

কুল, শীল, মোলে সঙ্গে নাহি যায়,
দূরের একথা, প্রাণ আর কায়,
মরিলে এদের সম্বন্ধ ফুরায়,
থাকে কোথা সমাজ, স্বজন, পরিবার?
সেসময় ধর্ম্ম শুধু সহায়তা করে।

৮

অয়ি পাতকিনি! তুমি ঠেকিয়া যে দায়,
করিলে সন্তান হত্যা,—শরীর শিহরে!
বঙ্গীয়বিধবা কত এই দায়
ঠেকি, ইহলোক পরিহরি যায়;
কেহ জলে ডুবে, কেহ বিষ খায়,
কেহ উদ্বন্ধনে স্বীয় জীবন হারায়,
কেহ বা ত্রিকুল ক্ষেপে কলঙ্কসাগরে।

এই যে পাতক সব, লোমহর্ষকর,
কেন ঘটিতেছে বঙ্গভুমে অহরহ?
এই প্রশ্নোদয় যবে হয় মনে,
আগে দৃষ্টি পড়ে বঙ্গহিন্দুগণে,
কেবল এদের ঘৃণিতাচরণে,
এসব পাপের স্রোত বহে খরতর,

প্লাবিয়া হিঁদুরকুল, কলঙ্কের সহ।

১০

যে বিধবাগর্ভজাত এদুর্ভাগ্য জীব,
যদি তার আবার হইত পরিণয়,
তাহলে কি আর রাক্ষসী মতন,
বিনাশিত স্বীয় সুতের জীবন,
স্নেহ দয়া সব দিয়া বিসর্জ্জন,
সাধিত কি আপনার জীবন-অশিব ?
তিনকুলে প্রেরিত কি ঘুস্তরনিরয়, ?

১১

অহে হিঁদুগণ, কেন বিলম্বিছ আর ?
বিধবাবিবাহপ্রথা কর প্রচলিত,
তা হলে জননী-মেদেনীকে আর,
বহিতে হবেনা এত পাপভার,
অকালেতে আর হবে না সংহার,
এইরূপ অগণন বিধবা-কুমার,
হবেনা হিঁদুসমাজ পাপেতে প্লাবিত !

১২

অধিক কি কব আর,—হে প্রাচীনগণ !
বারেক এখানে দেখ, হয়ে উপস্থিত,

নিরখি এ মৃতশিশুর বদন,
মাংসপিণ্ড-দেহ, অস্ফুট-নয়ন,
হয় কি না হয় এখনই মন
বিষম বিষাদ-সিন্ধু সলিলে মগন ;
হয় কি না অক্ষিযুগে ধারা প্রবাহিত।

১৩

এখনই তোমাদের, দেশাচারে রাগ ;
জনমিবে, এখনি দূষিবে হিন্দুগণে ;
এখনি হৃদয়ে হবে সমুদিত,
এই অভিমত, নিশ্চিত নিশ্চিত,
বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত,
করা সুবিহিত, ত্যজি বিদ্বেষ বিরাগ।
নহে, সভ্যদলে মুখ তুলিব কেমনে ?

(একাদশ ।)

হিঁদুসমাজ এবং সামাজিকগণ।

১

পতন-উন্মুখ রম্য রাজনিকেতন,
জনশূন্য, শোভাশূন্য, জাঙ্গলতায় পূর্ণ,
হেরিলে যেমন হয় পরিতপ্ত-মন,

নগর, নগরী, দেশ ভ্রমিয়াছে কত ?
একুলের কন্যারা, মা, সুবিখ্যাত পতিপ্রাণা,
ইহাদের সতীত্বের সৌরভ বর্ণন,
কতরূপে কাব্যে না করেছে কবিগণ !

৫

একুলের কন্যারা, মা, করে বিদ্যাভ্যাস,
কত কত কবিসনে, নানাশাস্ত্র আলাপনে,
অসামান্য বুদ্ধিমত্তা করেছে প্রকাশ ?
প্রবীণ পণ্ডিত মত, রচিয়াছে গ্রন্থ কত,
আজিও সে গ্রন্থচয় থাকি বর্ত্তমান,
কত শতজনে করিতেছে জ্ঞানদান !

৬

হায়রে !—কোথায় গেল সেসকল দিন !
কোথায় সে হিঁদুচয়, একদা ভারতময়,
যাঁহাদের কীর্ত্তিকেতু আছিল উড্ডিন ?
কোথা সে কুমারীচয়, ইতিহাস পরিচয়
দেয়, যাহাদের গুণগ্রামের এখন ?
ভারতের ছিল যাঁরা অমূল্য ভূষণ !

৭

কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই তার !!

সেরূপ হিঁদুসমাজ, নিরখিলে মনোমাঝ,
মহাক্ষোভ জন্মে, বুকে বাজে যেন বাজ !
কি ছিল কি হল,—হায় ! হিঁদুর সমাজ !

২

হায় !—যে সমাজমাঝে করিত বিরাজ,
ন্যায়, ধর্ম্ম, সদাচার, অকৃত্রিম-ব্যবহার,
একতা, শীলতা, আর কুলমান, লাজ,
নির্ম্মল-দাম্পত্যপ্রেম, যার বিনিময়ে, হেম,
হীরা, মণি, বসুধার আধিপত্য আর,
বাঞ্ছনীয় নহে, এসকল অতি ছার।

৩

হায় !—এই সমাজের কুলকন্যাগণ,
স্বয়ম্বরা প্রথামতে, নিজ নিজ অভিমতে
করিত না নায়কেতে আত্ম সমর্পণ ?
একুলের কন্যারা, না, করিয়া কৌশল নানা,
আগে পরীক্ষিয়া নায়কের প্রেম, মন,
পরেতে করিত তাঁরে পতিত্বে বরণ ?

৪

একুলের কন্যারা, না, স্বাধীনার মত,
হয়ে স্বামী-সহচরী, নানারূপ যানে চড়ি,

স্বাধীনতা সহ,— হায়! হারায়েছে সমুদায়,
হিন্দুগণ, শৌর্য্য, বীর্য্য, সাধু ব্যবহার,
দুর্ব্বল শরীর, মন, এবে যত হিন্দুগণ,
অবরুদ্ধ দাসত্ব-শৃঙ্খলে অনুক্ষণ,
নাহি পায় স্বাধীনতা-সুধা-আস্বাদন!

৮

প্রাচীন কালের যদি হিন্দু একজন,
হইয়া পুনর্জ্জীবিত, হন আসি উপস্থিত,
এবে হিন্দু সমাজে, করিয়া নিরীক্ষণ,
এর শোচনীয় দশা, জানিতে কভু সহসা
নারিবেন, এই কিনা সে হিন্দু সমাজ,
এমনি বিকৃত ইহা হইয়াছে আজ!

৯

এখন কেবল হিন্দুসমাজের মাঝ,
দ্বেষ, হিংসা অহঙ্কার, দলাদলী, ব্যভিচার,
কদাচার, অত্যাচার করিছে বিরাজ!
পরস্পর রিষারিষি, করে সবে দিবানিশি,
খনিছে আপনাদের সুখ-তরুমূল।
হায়রে! কি পরিতাপ! স্থূলেতেই ভুল!

১০

কত না কুপ্রথা-নিশাচরী আজকাল,
প্রসারি প্রবল গ্রাস, হিন্দুদের সর্ব্বনাশ
করিতেছে, বিস্তারিয়া, কুসংস্কার জাল !
ইন্দ্রজাল যে প্রকার, রোধ করে জ্ঞানদ্বার,
কুপ্রথাকুহকে ভুলে, হিঁদুরা তেমন,
দেখিতে নাপায় কিছু থাকিতে নয়ন !

১১

পূর্ব্ব পুরুষের মত হিঁদুদের আর,
নাই বল, বীর্য্য, শান্তি, দয়া, ধর্ম্ম একক্রান্তী,
কি ভ্রান্তি !— তথাপি করে, ফাঁপা অহঙ্কার
আপনিই আপনায়, বড় ভাবে এ কি দায়,
বিষ নাই, দন্ত নাই, সুধু আছে "ফস্" ।
গুণ না থাকিলে হয় আপনি কি যশ ?

১২

হায় ! হিঁদুসমাজের কি দশা ঘটিল !
বলিতে হৃদয়ে বাজে, সুধাসাগরের মাঝে,
তীব্রহলাহলস্রোত আসিয়া মিশিল !
কোথা সদ্ ব্যবহার ? হায় ! পরিবর্ত্তে তার,

হল সার, কৃত্রিম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান!
প্রকৃত হিঁদুর ধর্ম্ম করিল প্রস্থান!

১৩

অহে অহে হিঁন্দুদলপতিসমুদয়!
সমাজের আর্ত্তস্বর, নাহি করি অনুভব,
বধির হইয়া থাকা আর বিধি নয়!
শোন সমাজের দুঃখ, হইওনা পরাঙ্মুখ,
রুধ না হে দুইকরে শ্রবণযুগল,
শ্রোতা না শুনিলে বক্তৃতায় কিবা ফল?

১৪

সবদিগে তোমরাই হয়েছ প্রধান,
যা ইচ্ছা করিতে পার; অন্যথা করিতে কার,
শক্তি নাই, তোমাদের শাসন, বিধান।
প্রাধান্য পাইয়া হেন, নিশ্চেষ্ট রয়েছ কেন?
নাহি কর সমাজের দোষ সংশোধন?
নাহি কর স্বজাতির উন্নতি সাধন?

১৫

দূরে থাকু সমাজের দোষ সংশোধন,
সমাজ আরো যাহায় "চুলোর দুয়ারে" যায়,
যাতে হয় স্বজাতির অধোতে পতন,

সেই চেষ্টা করিতেছ, দ্বেষ জ্বরে জ্বরিতেছ,

দলাদলি চলাচলি লয়ে অনিবার।

হানিতেছ মূলধর্ম্ম-মূলেতে কুঠার।

১৬

দলপতি হয়ে, আপনারা ছলে বলে,

কারে "একঘরে" কর, কাহার মর্য্যাদা হর,

কার দণ্ড করি অর্থ লও বেঁটে ছলে।

অন্য কাজে করি ক্রোধ, সামাজিকে লও শোধ,

কার প্রতি এইরূপ অন্যায় বিচার।

আপনার বেলা ধর অন্ধ-ব্যবহার!

১৭

করিতে দেশের ভাল, সমাজের হিত,

অবহিত হতেছ না, ন্যায় যুক্তি লতেছ না,

কুসংস্কারে আছ হয়ে নিয়ত মোহিত,

ধরি দেশাচার ব্যাজ,— ধরি উপধর্ম্ম ল্যাজ,

সমাজশোধন পথে দিতেছ কণ্টক,

সমাজের পতি হয়ে সমাজঘাতক?

১৮

যদি কোন কুপ্রথার করিতে উচ্ছেদ,

সচেষ্টিত হয়ে কেহ, তারে নানা ক্লেশ দেহ,

সে সময় আর কত শাস্ত্র মন্ত্র বেদ ;
কিন্তু, নিজে নানা কাজে, ধর্ম্মশাস্ত্র বক্ষ মাঝে,
হানিতেছ, অধর্ম্মের নিদারুণ বাজ।
তিলেক তথাপি মনে নাহি বাস লাজ !

১৯

কোন্ শাস্ত্রে আছে বল লিখিত এমন ?
লয়ে আশাতীত ধন, করিবেক সমর্পণ,
কাণ খঞ্জ, কুজবরে তনয়ারতন।
যেমন নিষাদগণে, পরিতুষ্ট হয়ে পণে,
পোষিতপশুকে বেচে যার তার ঠাঁই,
ভালমন্দ কিছু তার বিবেচনা নাই !

২০

কোন্ শাস্ত্রে লেখে, এক বালিকার সনে,
তেকেলে বরের বিয়া, দিবে, শুধু কুলনিয়া
ধুয়ে কি খাইবে ?—যদি সে বালা যৌবনে,
বৈধব্য দশায় পড়ে, তবে কি হইবে পরে,
একবার তাহার না করহ বিচার,
তোমাদের কৌলীন্যের পদে নমস্কার !

২১

কোন্ শাস্ত্রে আছে বল বিধি এপ্রকার ?

পণে পণে অবলারে, একবর একবারে, ৯০

করিবেক বিবাহ, তাদিকে পুন আর,

কটাক্ষেতে হেরিবেনা, তত্ত্বটাও করিবে না,

সতীত্বরক্ষণ, হয় তাদের কেমনে ?

বারেক বিচারি তাহা নাহি দেখ মনে !

২২

কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে হেন বিধি পাওয়া যায় ?

গর্ভ হলে বিধবার, অবাধে করিবে তার

ভ্রূণহত্যা সংগোপনে,— কি কুকাণ্ড হায় !

তাতে পাপ হইবেনা, কুলধর্ম্ম যাইবেনা,

অথচ শাস্ত্র-সম্মত, ন্যায়ানুমোদিত,

বিধবাবিবাহপ্রথা হইল দূষিত !

২৩

গোপনে করিলে নানা পাপ অনুষ্ঠান,

তাহাতে না হয় দোষ, নাহিজন্মে অসন্তোষ

তোমাদের, ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কি বিধান ?

প্রকাশ করিলে পর, সেইকাজ পাপাকর

হয়, কুলধর্ম্ম ডুবে কলঙ্কসাগরে,

হায় হায় ! কি আশ্চর্য্য আছে এর পরে !!

২৪

যা হবার হইয়াছে, কেন মিছে আর,
সৎকর্ম্মে পাষণ্ড প্রায়, প্রতিকূল হয়ে,—হায়!
আপনারা হইতেছ ঘৃণিত সবায়?
চল চল ন্যায়পথে, চল ধর্ম্মশাস্ত্রমতে,
দেশাচার অনুরোধ ছাড়হ অচির,
স্বজাতি সমাজের, উচু কর শির।

(স্বদেশ।)

দেশাচার।

১

অরে দুরাচার দেশাচার!
কর্ বঙ্গদেশ পরিহার,
তোর ঘোর অত্যাচার, সহেনা সহেনা আর,
ছাড় বঙ্গদেশ ছাড় ছাড়!!

২

করে তুই প্রভাব প্রচার,
নাশিলি হিন্দুর সদাচার,
খেলি ধর্ম্ম, শাস্ত্র মত, চারিদিকে অভিমত,
একবারে করিলি বিস্তার।

৩

হিঁদুদের [illegible] রাখিলি আর ?
এবে হল নাম মাত্র সার,
কি জানি কি মায়া ছেদে, দাসত্ব-শৃঙ্খলে বেঁধে
রেখেছিস্ সবে অনিবার।

৪

তোরে অমানিতে সাধ্য কার ?
প্রাচীনেরা তোর্ মূলাধার;
যদি তোর প্রতিকূলে, কেহ কোন কথা তুলে,
তারাই, বিপক্ষ হয় তার।

৫

অরে দুরাচার দেশাচার!
কর্ বঙ্গদেশ পরিহার;
তোর ঘোর অত্যাচারে, গেল সব ছারে খারে,
রোলোনা রোলোনা কিছু আর !

৬

তুইত রে কত অবলার,
বিনাশিলি কোমল-কৌমার,
রাখিলি অবিবাহিত, জ্বালা দিলি অপ্রমিত,
তুলে এক কুলের হুঙ্কার!

৭

পতি না পাইলে কুলজার,
কুল নিয়ে কি হইবে তার?
এদিকে রাখিতে কুল, ওদিকে হারায় কুল,
শেষে কুলে থাকা হয় ভার!

৮

একি রে সামান্য অত্যাচার?
এসে এই সুখের সংসার,
নাহি পায় সুখলেশ, কেবল সম্ভোগে ক্লেশ,
অনিবার ফেলে অশ্রুধার!

৯

অরে দুরাচার দেশাচার!
কর বঙ্গদেশ পরিহার,
যা রে দেশ ছেড়ে যা রে, আর প্রাণে সহে না রে
নিদারুণ তোর অত্যাচার!

১০

তোর দোষে, অধিবেদনার
ক্লেশে কত কত অবলায়,
গেল যে জীবনধন, নাহি তার নিরূপণ,
কলঙ্কিত কত পরিবার!

১১

তোর দোষে কত বালিকার,
পাণিগ্রাহি, কুমার-কুমার,
অকালে জীবনধন, দিতেছে রে বিসর্জ্জন,
যাইতেছে শমন-আগার।

১২

তোর দোষে,—কি কহিব আর,
তোর দোষে, কত বিধবার,
পুত্র-পতি সঙ্গ-সুখ, নাহি ভাগ্যে,—হা কি দুঃখ!
খেদে হয় হৃদয় বিদার!

১৩

ওরে! তোর দোষে বিধবার,
হইয়াছে একাহার সার;
একাদশী, তোর দোষে, বিধবার অঙ্গ শোষে
না দেয় তৃষ্ণায় বারিধার!

১৪

ছিল বঙ্গ সুখের আধার,
এবে হল দুঃখের ভাণ্ডার;
বঙ্গ-দশা নিরক্ষিয়ে, বিদরিয়া যায় হিয়ে.
অশ্রুধার নাহি বহে কার?

১৫

অরে দুরাচার দেশাচার!
ছাড় বঙ্গদেশ ছাড় ছাড়,
যা রে তুই যারে যারে, আর প্রাণ বাঁচে নারে,—
জুড়াক্ রে বাঙ্গালীর হাড়!

১৬

অথবা তোরে, রে দেশাচার,
দোষ দেওয়া, অন্যায় আমার,
ইচ্ছিলে হিঁদুরা তোরে, স্থাপিতে মৃত্যুর ক্রোড়ে,
এখনই পারে, কিছু বাধা নাহি তার।

১৭

কেবা এই পৃথিবী মাঝার,
না বুঝায় হিত আপনার?
ত্যজিলে দাসত্ব তোর, থাকেনা সুখের ওর,
একথা তো বোঝা নয় ভার।

১৮

তুই নোস্ দুর্জ্জয়, দুর্ব্বার,
তবু এ যে তোর অত্যাচার,
কেন সয় হিঁদুগণ, ভেবে তাহা নিরূপণ,
করা সাধ্য নহে কল্পনার।

হয়ে বয়ে গেল বাহুবার,
এবে ভেবে চারা নাই আর
এখনও দেশাচার, গেলে তোর অধিকার
জুড়ায় রে বাঙ্গালীর হাড় !

(ত্রয়োদশ ।)

সুশিক্ষিতদলের প্রতি ।

১

বঙ্গের ভরসাস্থল, নব্যসম্প্রদায় !
কতকাল রবে আর আলস্য নিদ্রায় ?
হও হও জাগরিত, কর চক্ষু উন্মীলিত,
এখন ঔদাস্য আর শোভা নাহি পায় ।
একটী কণ্টকীলতা অঙ্কুরিত
হলে উপবনে, তারে উন্মূলিত,
না কৈলে তখন, ঘটেনা অহিত ;
কিন্তু যবে করে সেই শাখা প্রসারণ,
নাছেদিলে তখন, সে নাশে উপবন ।

২

যতদিন তোমাদের জ্ঞানের নয়ন,

২

অন্ধ ছিল, মোহাতমাবৃত ছিল মন,
ততদিন যা করেছ, যে ভাবে কাল হরেছ,
হইয়াছে সে সময় তাহাই শোভন।
এখন সুশিক্ষা লাভ করিয়াছ,
বঙ্গদেশে "সভ্য" নাম ধরিয়াছ,
তদুচিত কার্য্য কর সাধিয়াছ,
বিরলে ভাবিয়া তাই, দেখ একবার,
মনের ত অগোচর কিছু নাই আর।

৩

তোমাদের জন্মভূমি স্নেহের আধার,
আহা! তার দশা চেয়ে দেখ একবার!
জনমদুঃখিনী মত, করি শির অবনত,
অনিবার ফেলিতেছে শোক-অশ্রু-ধার!
নিবারিতে তার নয়নের জল—
নিবারিতে তার দুখের অনল,
কত যত্ন কত করিলে কৌশল,
বল দেখি? নিবারিতে মাতৃ-দুঃখচয়;
উপযুক্ত পুত্রদের উচিত কি নয়?

৪

আত্ম-সুখে পরিতৃপ্ত পশুরাই হয়,
মানুষের সেইরূপ হওয়া বিধি নয়।
যদি জ্ঞানি-নরগণ, আত্ম-সুখ অন্বেষণ,
করে সুধু, না সাধিয়া কর্ত্তব্যনিচয়,
তাহলে তাদের পশু সনে আর,
কি বিভেদ আছে, অবনী মাঝার?
কেবল পশুর মত তৃণাহার,
করেনা, শরীরে কোন পশু-চিহ্ন নেই।
পশু, আত্ম-সুখি-নরে ভেদ মাত্র এই।

৫

সেই সে মানুষ,— জন্ম সার্থক তাহার,
নিবারয় যেই জন্মভূমি দুঃখভার,
স্বজাতির হিত লাগি, হয় যেই সর্ব্বত্যাগী,
তজে প্রাণ যেই, স্বদেশের উপকারে।
হেন ব্যবহার করে যেইজন,
প্রাতঃস্মরণীয় হয় সেইজন,
তার যশে ভরে নিখিলভুবন,
প্রাণান্তে ঈশ্বর তাঁরে ক্রোড়ে দেন স্থান।
ধরায় কে ভাগ্যবান তাহার সমান?

৬

তোমরা মানুষ, জ্ঞানরত্ন-বিভূষিত,

কর কর ব্যবহার তার সমুচিত,

পূর্ব্ব পুরুষের মত, চল ধর্ম্মশাস্ত্র মত

কাল্পনিক-মতে কর দেশ-নিষ্কাশিত।

বলীয়ান হয়ে ধর্ম্ম-মহাবলে,

বিমর্দ্দন কর বিপক্ষসকলে

সৎসাহসে বরি আন হৃদি-স্থলে,

দূর কর নির্বোধ-নিন্দুক-নিন্দা-ডর,

সৎকার্য্য সাধনে ভয় করে ভীরু এ।

৭

স্বজাতির দোষাবলী কথায় কথায়,

বোল না, বলিলে কি বা ফল হবে তায়?

সর্প বড় ভয়ঙ্কর, বিষজন্তু, প্রাণহর,

বলিলেই তাহাতে কি সর্প-ভয় যায়?

তবে সে কহিব সাহসিক-বীর,

যদি সে সর্পেরে বিবর-বাহির

করি, পারে তার চূর্ণিবারে শির,

জীবনের ভয় করি দূরে পরিহার।

নহে, বৃথা বলা, অহী গরল আধার।

৮

আজো তোমাদের সমাজের মাঝে বাস,
করিতেছে, দেশাচার,—একি সর্ব্বনাশ!
দাসত্ব-শৃঙ্খল তার, কর কর পরিহার,
প্রকৃতপুরত্ব কর সত্বর প্রকাশ,
স্বাধীন হইয়া স্বসমাজ-হিত
সাধ, স্বজাতির সৌভাগ্য বর্দ্ধিত
করিতে সকলে হও সচেষ্টিত,
বঙ্গের ভরসা মাত্র তোমরা কেবল।
নতুবা তাহার নাই দাঁড়াবার স্থল।

৯

অই যে সুবর্ণময় সুচারু পিঞ্জরে,
অবরুদ্ধ শুক, যার আহারের তরে,
সুপক্ক দাড়িম ফল, স্নানহেতু তোলা জল
পান হেতু পয়, যাতে পুষ্টি বৃদ্ধি করে;
কোন মতে ওর নাহি কিছু দুঃখ,
তবু কেন স্থির হয়ে একটুক
নাহি রহে, সদা সচেষ্টিত শুক,
যাইতে পিঞ্জর ভাঙি গহন কানন,
হায় রে! কি স্বাধীনতা সুখদা এমন!

১০

পক্ষিজাতি শুক,—হায়, তাহে বনচর,
স্বাধীনতা লাভে সেই এমন তৎপর !
তোমরা মানুষজাতি, জ্বালিয়া জ্ঞানের বাতি
অন্তরের ভয় সব করেছ অন্তর,
তবু দেশাচার-অধীনতা-পাশ,
ছেদিবারে কেন না পাও প্রয়াস ?
কি আশ্চর্য্য !—হল সব সুখ নাশ,
এখনও, যদি নাহি হবে সচেতন,
চেতন হবার তবে কিবা প্রয়োজন ?

১১

অই দেখ তোমাদের সমাজ মাঝার,
অব্যাঘাতে বিরাজিছে কত কদাচার,
অই অধিবেদনায়, কত নারী মৃতপ্রায়,
প্লাবিছে অবনীতল ফেলি অশ্রুধার,
সুখের সংসারে করি আগমন,
জানিল না, পতি, পদার্থ কেমন,
বিফলে বিগত হইল যৌবন,
জনম-যন্ত্রণা ভোগ করা হল সার,
হায় ! পিপাসায় মল, থেকে সিন্ধু পার !

১২

আহা! অই দেখ কত শত বিধবার,
অনিবার পড়িতেছে শোক-অশ্রুধার,
ভোগিছে অশেষ ক্লেশ, জনমের মত শেষ,
হইয়াছে সব সুখ, দুঃখমাত্র সার।
চাহিলে বারেক বিধবার পানে,
কোন নিরদয় নাহি পায় প্রাণে
বিষম বেদনা?—হায়, সেই জানে,
বিধবার দরশন দুঃখদ কেমন,
স্বজাতির প্রেম ডোরে বাঁধা যার মন।

১৩

কি কব অধিক আর আশ্রিত অবলা,
তাহে পতিহীনা, দীনা বিরহে বিকলা,
দুঃখানল ভয়ঙ্কর, দহি তাহে নিরন্তর,
তাতেই আক্ষেপ করে দুটকথা বলা।
তোমরাত বট বুদ্ধে বিচক্ষণ,
যতনে কর্ত্তব্য কর সম্পাদন,
করিব বলিয়া সময় ক্ষেপণ
করোনা, তাহাতে কিছু নাহি ফলোদয়,
গেলে কাল পুন আর আগত নাহয়।

বিধবাবিবাহপ্রথা করিতে চলিত,
যেমন সকলে মিলে হয়েছ উত্থিত,
তেমনি সুদৃঢ়পণে, তেমনি সুদৃঢ়মনে,
সাধহ উদ্দেশ্য, বাঁধি সাহসেতে চিত।
বিদূরিতে এক চিরকুসংস্কার,
সহিবারে হয় কত তিরস্কার,
তাতে ভগ্নমনা হওয়া একবার,
সমাজ-শোধকদের উচিত না হয়,
কেননা চরমে ফলে ফল-সুধাময়।

—◦◎◦—

চতুর্দ্দশ।

উপসংহার।

চাহিয়াছিলাম অতি সংক্ষেপে গাইতে,—হায়
শোকের সংগীত,
কিন্তু যত গান করি, ততই শোকলহরী,
বিলাপসিন্ধুর মাঝে হয় সমুত্থিত।
যত দুঃখে বিধবার, দগ্ধ হয় হৃদাগার,

অবিকল সেসকল করিতে বর্ণন,
পারে. হেন সুকবি কি আছে একজন ?

২

বঙ্গকবিকুল, শুন মম নিবেদন,—হায় !
আমি পতিহীনা,
আমার কথায় কান, দিলে যাইবে না মান,
সকলের স্নেহপাত্রী মমাদৃশী দীনা।
তোমাদের বর্ণনায়, পাষাণ গলিয়া যায়.
শুনিয়াছি, যদি সত্য হয় এবচন,
কেন আমাদের দুঃখ কর না বর্ণন ?

৩

রচহ কবীন্দ্রকুল, আমাদের দুঃখ, সব
করুণরসেতে,
শুনি বঙ্গহিঁদুগণে, যদিও বারেক মনে,
গণে আমাদের দুঃখ, কখন ভ্রমেতে।
চক্রবাকী, পদ্মিনীর, যামিনীর কুমুদীর,
বিরহ বর্ণিয়া আর্দ্র, শ্রোতাদের মন,
আমাদের বেলা কেন কৃপণ এমন ?

৪

আমাদের দুরবস্থা হেরিছ নয়নে,—হায়

সদা—সর্ব্বক্ষণ

আমাদের অশ্রুজল, পড়িতেছে অবিরল,

দেখিতেছ, তবুও কি স্নেহরসে মন,

তিলেক না আর্দ্র হয়? তোমাদের দোষ নয়,

বঙ্গীয়বিধবাদের কপালের দোষ!

তোমাদের উপরেতে বৃথা করি রোষ!

৫

কি ও ডাকিতেছে বসি রসালশাখায় রে,

কুহু কুহুরবে,

শুনি ও মধুর রব, হইতেছে অনুভব,

কেহ আর নয়, ঠিক পিকবর হবে।

অহে কলকণ্ঠ-পিক, কিকব আর অধিক,

জান মোরে আমি, বঙ্গবিধবা-অঙ্গনা,

বিরহসাগরে আছি হইয়া মগনা।

৬

হেমন্তের অধিকার হইলে নিঃশেষ,—হায়!

এলে মধুমাস,

বিরহিণী দূত হয়ে, কত মত বলে কয়ে,

প্রবাসী নায়কে তার প্রেরহ আবাস,

আমি চিরবিরহিণী, পতিহীনা, অভাগিনী,

মম সম নাহি আর ভুবনভিতর,

আমার একটী কথা শুন পিকবর।

৭

এই যে গাইনু আমি হয়ে আকুলিত,—হায়

গোটা কয় গান,

বিলাপপ্রলাপ ময়, শুনি শিলা দ্রব হয়,

অশ্রুজলে বক্ষস্থল, হয় ভাসমান,

শিখে এসকল গান, সর্ব্বত্র করহ গান,

সুললিত স্বরে তুমি, এই ভিক্ষা চাই,

বিমুখ হোওনা সেই, বসন্ত-দোহাই।

৮

বসন্ত গায়ক তুমি, তবসম আর, কেহ

নাই সুগায়ক,

মোদের শোকের গান, যদি তুমি কর গান,

অবশ্যই হবে তাহা শোক উদ্দীপক।

তব মুখে আমাদের দুঃখ শুনে, হিন্দুদের

মনে যদি হয়, কিছু দয়ার সঞ্চার,

তাহলে অক্ষয়পুণ্য হইবে তোমার।

৯

শুন বলি, আমাদের শোকের সংগীত, পিক,

গাইবে যখন,

বিস্ময় চিন্তার ঘরে, ইঁদুদের ক্লান্তি হবে,

নিরপেক্ষ ভাবে যবে স্থির রবে মন,

ললিত বিভাষ তান, ছাড়িয়া তখন গান,

করিবে হে, আমাদের শোকের সংগীত,

তাহলে তাঁদের কিছু আর্দ্র হবে চিত।

১০

কেন বলিলাম তোমা, করিয়া বিশেষ,—পিক,

শুন তাহা কই,

তুমি হে মুখর অতি, টলাও, বিরক্ত মতি,

বসন্তে নিয়ত প্রায়, মনে ভয় পাই।

কেননা যখন মন, থাকে অতি উচাটন,

তখন দুঃখের কথা করিলে জ্ঞাপন,

ফলোদয় নাহি, হয় অরণ্যে রোদন।

১১

বিধবার নিবেদন করহ শ্রবণ, ওহে

জগতজ্জীবন,

সর্ব্বত্র তোমার গতি, আছে তাই সদাগতি

করি হে, তোমার, প্রতি এই ভারার্পণ,

মোদের শোকের গান, মৃদুস্বরে কর গান,

যথা তথা হিঁদুদের শ্রবণবিবরে,
শুনে যদি, তারা, বিধবার দুঃখ স্মরে।

১২

যদি বল তাহাদিগে কহিলে কি ফল, বল
হইবে তোমার,
শুন, ওহে প্রভঞ্জন, করিতেছি নিবেদন,
বিশেষিয়া গূঢ়তর কারণ তাহার,
আত্মসুখে মত্ত যারা, আপনা হইতে তারা
দুঃখী দুঃখ মোচনে নাহয় যত্নবান।
সুখী কি সহজে লয় দুঃখীর সন্ধান?

১৩

সুখ-মত্ত-হিঁদুগণে, ভেদিয়া গগণ,—হায়!
করিয়া চিৎকার,
কহিলে দুঃখের কথা; মরমে মাথার ব্যথা,
বিশেষি তোমায় আমি কি কহিব আর,
রোদন নিনাদসহ, আমাদের শোকাবহ,
গানগুলি গাও তুমি হিঁদুদের কানে,
শুনে যদি করে দৃষ্টি বিধবার পানে।

১৪

কাল আমি অতিশয় করিয়া যতন, কত

শুক আনাইব।

যেসবে পিঞ্জরে ভরি, রাখি দিবা বিভাবরী,

আমাদের শোকের সংগীত শিখাইব।

স্পষ্ট করি শুক সবে, গাইতে পারিবে যবে,

আমাদের দুঃখপূর্ণ-সংগীত-সকল,

ছেড়ে দিব, উড়ে উড়ে গাবে সবকুল।

১৫

এমনি কৌশলে আমি শিখাইব গান,—হায়,

করি প্রাণ পণ,

কি নগর, কি কানন, যেখানেতে দরশন,

মানুষের পালে, গাবে সেখানে তখন,

এবিনা উপায় আর, নাহি বঙ্গবিধবার

জানাইতে সকলেরে মনের বেদন,

না জানালে, কে করিবে দুঃখ নিবারণ?

১৬

সর্ব্বত্রগামিনী মা কি তুমি প্রতিধ্বনি গো,

শুন নিবেদন,

এআমি বিধবানারী যাতনা সহিতে নারি,

গাইনু দুঃখের গান যে কত এখন,

এইগুলি তুমি ধনি, তুলিয়া মধুর ধ্বনি,

গেয়ে যদি শুনাও বঙ্গীয় হিন্দুগণে।
বড় উপকার তবে হয় বরাননে।

১৭

উলিয়ম বেণ্টিক* কেন নিবারিল—হায়!
সহমৃতাপ্রথা?

নাবারিলে সেই প্রথা, বিধবারা মর্ম্মে ব্যথা,
নিয়ত এরূপ নাহি পাইত সর্ব্বথা!
সহমৃতা পতিসঙ্গ, যাওয়া নহে দুঃখাবহ,
বাঁচিয়া বিধবাগণে যত দুঃখ সয়,
জ্বলচ্চিতা পশা তত দুঃখময় নয়।

১৮

ভাসছিল একদিন দহন দাহন, ক্লেশ,
সহিত পরাণে,
বহিতে হতনা আর, দারুণ বৈধব্য ভার,
যে বহে এভার, সেই এর দুঃখ জানে।
প্রতিদিন যদি কায়, আশীবিষ কামড়ায়
অথচ সে বিষে শুধু করে জ্বালাতন,
তার হতে শ্রেষ্ঠ গনি, একদা মরণ।

---

* সার উলিয়ম বেণ্টিক ১৮২৯ সালের ৪ ঠা ডি
সেম্বর সহমৃতাপ্রথা রহিত করেন।

১৯

বিধবার বেঁচে থাকা বাঁচা কেউ কয়,—হায়!
মরণ, বাঁচন,
মরণ, না বাঁচা সেই, বাঁচি বার সাধ নেই,
মরিলে বাঁচিয়া যাই, তারে কি মরণ?
ওগো! ইন্দুসরোজেশ্বরি, হয় সেই দয়া করি,
বিধবাবিবাহপ্রথা বঙ্গে প্রচলিত,
নহে সহমৃতাপ্রথা কর প্রবর্ত্তিত!

২০

নাকো যাবে তাজি আশ বিনোদ নিরাশা হয়,
কোথায় কোথায়,
শুনে একবারে মন, আহ্লাদে না মানে,
আমি দুঃখিনী আশা কত না বুঝায়;
আহা! বঙ্গদেশময় বিধবার পরিণয়
প্রথা, কতদিনে হবে অবাধে চলিত,
হে বিধি! এমনদিন হবে উপস্থিত?

২১

শোকের সঙ্গীত মম তটিনীর মত,
হইল স্থগিত।
বিরহে বিহ্বলা হয়ে, কি জানি কি এত কয়ে

এখন সে ভার আসি হল উপস্থিত।
ওগো গুণগ্রাহীগণ! অভাগীর নিবেদন,
যদি হয়ে থাকে কোথা স্খলিত বচন,
নিজগুণে সেই দোষ করিবে মার্জ্জন।

২২

কেন না শোকের-সিন্ধু মাঝে যবে মন,—হয়
হয় নিমগন,
সেইকালে ভাল, মন্দ, ভাব, রস, ছন্দবন্ধ
অনুসারী হয়ে নাহি সরব বচন।
একক্কথা সেসময়, পুন পুনঃ বাহিরায়,
পুনরুক্তি দোষ তাহে করোনা গ্রহণ।
বিধবা-দুঃখিনীর এই নিবেদন।

সম্পূর্ণ।